নগদান বই

ইউনিট 9

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

৯.১ ঃ নগদান বই-এর সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও সুবিধা
৯.২ ঃ নগদান বই-এর বৈশিষ্ট্য, নিয়ম ও প্রকারভেদ
৯.৩ ঃ একঘরা ও দুইঘরা নগদান বই
৯.৪ ঃ তিনঘরা নগদান বই
৯.৫ ঃ নগদ প্রাপ্তি ও প্রদানসমূহের ধারণা ও প্রস্তুতকরণ
৯.৬ ঃ খুচরা নগদান বই

ভূমিকা:

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে নগদ লেনদেনের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে। বড় বড় প্রতিষ্ঠানে হিসাব কাজের সুবিধার জন্য নগদ লেনদেনগুলোকে পৃথক হিসাব বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই হিসাব বইকে নগদান বই বলা হয়। নগদান বই প্রস্তুতের মাধ্যমে সময় সাশ্রয় ও হিসাবকার্যে সুবিধা হয়। এ ইউনিটে বিভিন্ন প্রকার নগদান বই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৯.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও সুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নগদান বইয়ের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- নগদান বইয়ের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- নগদান বইয়ের সুবিধাসমূহ বলতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ডিবিট পার্শ্ব, ক্রেডিট পার্শ্ব, প্রাপ্তি, প্রদান, বিশেষ জাবেদা, কন্ট্রা এন্ট্রি 'C' বা ‘ক’ চিহ্ন, বাট্টা, অগ্রদত্ত খুচরা নগদান।

নগদান বইয়ের ধারণা ও সংজ্ঞা

ছোট বড় সব ধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন নগদ এবং ধারে উভয় প্রকার লেনদেন সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের আকার বড় হলে এ লেনদেনের সংখ্যা হয় প্রচুর যা শুধু একটি মাত্র জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাই সর্বপ্রকার নগদ লেনদেনসমূহকে একত্রিত করে যে হিসাবের বই প্রস্তুত করা হয় তাকে নগদান বই বলা হয়। ব্যাপকভাবে নগদ ও ব্যাংকসংক্রান্ড় লেনদেনসমূহ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে তারিখের ক্রমানুযায়ী দুতরফা দাখিলা নীতি অনুসরণ করে পর্যায়ক্রমে যে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাই নগদান বই। এই বই থেকে নির্দিষ্ট সময় শেষে জের টেনে নগদ তহবিল ও ব্যাংক জমা টাকার পরিমাণ জানা যায়। নগদান বইয়ের দুটি পার্শ্ব থাকে যার ডেবিট পার্শ্বে অর্থাৎ বামদিকে নগদ প্রাপ্তিসমূহ এবং ক্রেডিট পার্শ্বে অর্থাৎ ডানদিকে নগদ প্রদান সমূহ লেখা হয়। নগদান বই জাবেদা এবং খতিয়ান উভয়-প্রকার সুবিধা প্রদান করে।

নগদান বই সম্পর্কে কয়েকজন লেখকের সংজ্ঞা দেওয়া হলো :

প্রখ্যাত লেখক এল সি ক্রুপারের মতে, "নগদান বই হচ্ছে এমন একটি বই যাতে একজন ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ লিখে অথবা লিপিবদ্ধ করে।"

অধ্যাপক চেম্বার-এর মতে, "নগদান বই হচ্ছে এমন একটি বই যাতে টাকা পয়সার প্রাপ্তি এবং প্রদানের হিসাব রাখা হয়।"

পরিশেষে বলা যায়, যে বইতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নগদ, চেক সমূহের প্রাপ্তি প্রদানসমূহ তারিখের ক্রমানুসারে প্রাথমিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদান বই বলে।

নগদান বইয়ের প্রকৃতি

যে বইতে নগদ আদান-প্রদান বা প্রাপ্তি-পরিশোধ সংক্রান্ড় লেনদেন পর্যায়ক্রমে তারিখের ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় তাকে নগদান বই বলে। নগদান বই একাধারে জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ের সুবিধাই প্রদান করে বিধায় একে জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ই বলা হয়।

নগদান বইকে জাবেদা বলার কারণ

১. নগদান বই জাবেদার ন্যায় প্রাথমিক বই। এতে প্রতিটি লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নগদান বইতে লেখা হয়।
২. জাবেদার মতই প্রতিটি লেনদেনকে তারিখ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়।
৩. জাবেদার মতই নগদান বইতে প্রতিটি লেনদেনের বিবরণ বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।
৪. জাবেদার ন্যায় প্রতিটি লেনদেনসমূহকে খতিয়ান হিসাবে স্থানান্ড়র করা হয়।
৫. জাবেদার ন্যায় নগদান বইতেও খ:পৃ: নম্বর থাকে।

নগদান বইকে খতিয়ান বলার কারণ–

১. নগদান বই ও খতিয়ান বই তৈরির ছক একই রকম।
২. এটি খতিয়ানের হিসাবের মতই পাকা বই।
৩. খতিয়ানের মতই নগদান বইয়ের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করে রেওয়ামিলে স্থানান্তর করা হয়।
৪. নগদান বইতে খতিয়ানের অনুরূপ প্রারম্ভিক ও সমাপনী উদ্বৃত্ত থাকে।
৫. নির্দিষ্ট সময় পর নগদান বইয়ের উদ্বৃত্ত খতিয়ান হিসাবের মত তৈরি করা হয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে নগদান বই জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ের কাজ করে।

নগদান বইয়ের সুবিধা :

নগদান বইয়ের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ ও ব্যাংক জমার পরিমাণ সহজেই জানা যায়। এই বই সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু সুবিধা পেয়ে থাকে। নিচে সেই সুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো ;

১. নগদ অর্থের পরিমাণ : এ বই সংরক্ষণ করে যে কোন সময় নগদ অর্থের পরিমাণ জানা যায়।

২. নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান সম্পর্কে জানা : নগদান বই হতে কোন নির্দিষ্ট সময় মোট নগদ প্রাপ্তি ও পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ জানা যায়।

৩. ভুলত্রুটি হ্রাস : এ বই থেকে হিসাবের কোন ভুল ত্রুটি আছে কিনা তা জানা যায় ফলে ভুল ত্রুটি হ্রাস পায়।

৪. তহবিল তছরুপ রোধ : নগদান বই প্রস্তুতের মাধ্যমে তহবিল তছরুপ ও অপচয় রোধ করা যায়।

৫. জাবেদা ও খতিয়ানের সুবিধা : নগদান বই জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ের কাজ করে থাকে। ফলে এ বই থেকে জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ের সুবিধা পাওয়া যায়।

৬. ভবিষ্যত রেফারেন্স : সকল প্রকার নগদ লেনদেন এ বইতে লেখা হয় বলে ভবিষ্যতে যে কোন লেনদেন সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

৭. তহবিলের নিয়ন্ত্রণ : ক্যাশিয়ারকে নগদ উদ্বৃত্তের সাথে নগদ তহবিল মিলিয়ে দিতে হয়। ফলে নগদ তহবিলের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়।

৮. শ্রম ও সময়ের অপচয় হ্রাস : নগদান বইয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও সময়ের অপচয় হ্রাস করা যায়।

৯. অলস অর্থের ব্যবহার : নগদান বইয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থের পরিমাণ জানা যায়। ফলে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ থাকলে তা অন্যত্র বিনিয়োগ করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় নগদান বই হিসাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। তাই সব ধরণের প্রতিষ্ঠানে নগদান বই সংরক্ষণ করা অপরিহার্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	নগদান বই প্রস্তুত করে আমরা আর কি কি সুবিধা পেতে পারি লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

- কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রাপ্তি ও পরিশোধসমূহ যে বইতে তারিখের ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদান বই বলে।
- নগদান বই একাধারে জাবেদা ও খতিয়ানের কাজ করে তাই এ হিসাবকে জাবেদা ও খতিয়ান হিসাবে গণ্য করা হয়।
- নগদান বইয়ের মাধ্যমে সহজেই একটি প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রাপ্তি ও পরিমাণ এবং নগদ উদ্বৃত্তের পরিমাণ জানা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. যে বইতে নগদ টাকার প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব লিখে রাখা হয় তাকে বলে-

ক. খতিয়ান খ. রেওয়ামিল

গ. উদ্বৃত্তপত্র ঘ. নগদান বই

২. নগদান বই একাধারে-

ক. জাবেদা ও রেওয়ামিল খ. জাবেদা ও উদ্বৃত্তপত্র

গ. জাবেদা ও খতিয়ান ঘ. জাবেদা ও খুচরা নগদান বই

৩. কোনটি নগদান বইয়ের সুবিধা নয়–

ক. ভবিষ্যত রেফারেন্স
খ. অলস অর্থের ব্যবহার
গ. নগদ অর্থের পরিমাণ নির্ণয়
ঘ. নীট লাভ নির্ণয়

৪. নগদান বইয়ের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো এর মাধ্যমে-

i. নগদ তহবিলের পরিমান জানা যায়
ii. সম্পত্তির পরিমান জানা যায়
iii. দায়ের পরিমান জানা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৯.২ নগদান বইয়ের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নগদান বইয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- নগদান বইয়ের নিয়ম ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নগদান বইয়ের প্রস্তুতপ্রণালী সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বৈশিষ্ট্য

স্বাভাবিকভাবে নগদান বইকে জাবেদা ও খতিয়ানের অংশ মনে হলেও এ হিসাবটি স্বতন্ত্র। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ ও ব্যাংক জমার পরিমাণ জানা যায়। নিম্নে নগদান বইয়ের কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :

১. বিশেষ জাবেদা : এতে শুধুমাত্র নগদ লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় বলে একে বিশেষ জাবেদা বলা যায়।

২. দুটি পার্শ্ব : নগদান বইয়ের বাম পার্শ্বে অর্থাৎ ডেবিট দিকে সকল প্রকার নগদ ও চেক প্রাপ্তি এবং ডান পার্শ্বে অর্থাৎ ক্রেডিট দিকে সকল প্রকার নগদ ও চেক প্রদান লিখা হয়।

৩. জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ই : নগদান বই জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ের কাজ করে। কারণ নগদান বইতে লেনদেনসমূহকে ব্যাখ্যাসহ প্রাথমিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আবার পাকাপাকিভাবে নগদান বইতে লিখে নির্দিষ্ট সময়ান্তে জের টানা হয়।

৪. ডেবিট উদ্বৃত্ত : নগদ প্রাপ্তির চেয়ে নগদ প্রদান বেশি হতে পারে না বিধায় নগদান বইতে সব সময় ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে।

৫. নগদ উদ্বৃত্ত : নগদান বই হতে নির্দিষ্ট সময়ান্তে হাতে নগদ উদ্বৃত্তের পরিমাণ জানা যায় তবে নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান সমান হলে কোন উদ্বৃত্ত হয় না।

৬. ধারে লেনদেন : কোন প্রকার ধারে লেনদেন নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয় না।

৭. ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধকরণ : তারিখের ক্রমানুসারে সকল প্রকার নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান লিপিবদ্ধ করা হয়।

৮. উদ্বৃত্ত স্থানান্তর : নগদান বইয়ের উদ্বৃত্ত সরাসরি রেওয়ামিল স্থানান্তর করা হয়।

নিয়ম ও প্রকারভেদ :

হিসাববিজ্ঞানে প্রত্যেকটি হিসাব লেখার আলাদা আলাদা নিয়ম রয়েছে। তেমনিভাবে নগদান বই প্রস্তুতকরণের জন্যও আলাদা এবং স্বতন্ত্র নিয়ম আছে। নিম্নে নগদান বই প্রস্তুতকরণের একটি নমুনা প্রদান করা হলো :

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	রসিদ নং	খ:পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভাউচার নং	খ:পৃ:	টাকা

নগদান বইয়ে খতিয়ান হিসাবের মতই দুটি ভাগ রয়েছে। এ বইয়ের বাম দিকে অর্থাৎ ডেবিট পার্শ্বে ৫টি ঘর এবং ডান পার্শ্বে অর্থাৎ ক্রেডিট দিকে ৫টি ঘর রয়েছে। নগদান বইয়ের ডেবিট পার্শ্বে সকল প্রকার প্রাপ্তি এবং ক্রেডিট পার্শ্বে সকল প্রকার প্রদান লিপিবদ্ধ করা হয়।

নিম্নে একটি উদাহরণের সাহায্যে নগদান বই লেখার নিয়ম তুলে ধরা হলো :

উদাহরণ

২০১৪

জানুয়ারি ১ জনাব জাওয়াদ আফনান কারবারে ২০,০০০ টাকা মূলধন বিনিয়োগ করলেন। রশিদ নং-১০

৫ ব্যবসার জন্য যন্ত্রপাতি কেনা হল ১৫,০০০ টাকা। ভাউচার নং-২০১

১০ নগদে পণ্য ক্রয় করা হল ৪,০০০ টাকা। ভাউচার নং-২১০

১৫ ধারে পণ্য ক্রয় ৮,০০০ টাকা।

২০ নগদে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা। রশিদ নং-১৫

প্রস্তুত প্রণালী

যেহেতু আমরা নগদান বই প্রস্তুত করব সেহেতু শুধুমাত্র নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান দফাসমূহকে হিসাবে লিপিবদ্ধ করব। নগদ প্রাপ্তিগুলোকে বাম পার্শ্বে ডেবিট দিকে লিখব এবং নগদ প্রদানগুলোকে ডান পার্শ্বে ক্রেডিট দিকে লিখব।

এই অংকে মোট ৫টি দফা রয়েছে। তন্মধ্যে জানুয়ারির ১ তারিখে মালিক কারবারে মূলধন আনার ফলে নগদ টাকার আগমন হয়েছে তাই এটি নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে যাবে। পাশাপাশি ২০ তারিখে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমেও নগদ টাকার আগমন হয়েছে এবং সেটিও নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে বসবে। রসিদ নম্বর ডেবিট দিকে রসিদ নং কলামে বসবে।

অপরদিকে ৫ তারিখ ও ১০ তারিখের এন্ট্রি দ্বারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হতে অর্থের নির্গমন হয়েছে। তাই এ দুটি এন্ট্রি নগদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে বসবে। ভাউচার নম্বরগুলো ক্রেডিট দিকে ভাউচার নং ঘরে বসবে।

২০ তারিখের এন্ট্রি দ্বারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থের আগমন ও নির্গমন কোন কিছুই হয়নি বিধায় এটি নগদান বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

জনাব জাওয়াদ আফনান এর
নগদান হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	রসিদ নং	খ:পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভাউচার নং	খ:পৃ:	টাকা
২০১৪					২০১৪				
জানু-১	মূলধন হিসাব	১০		২০,০০০	জানু-৫	যন্ত্রপাতি হিসাব	২০১		১৫,০০০
,, ২০	বিক্রয় হিসাব	১৫		১০,০০০	,, ১০	ক্রয় হিসাব	২১০		৪,০০০
					,, ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি			১১,০০০
				৩০,০০০					৩০,০০০
ফেব্রু-১	ব্যালেন্স বি/ডি			১১,০০০					

নগদান বইয়ের ব্যাখ্যা : যেহেতু নগদান বই জাবেদার মত লেনদেনের প্রাথমিক বই। তাই অনেকের মতে লেনদেন লিপিবদ্ধ করার সময় ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। আবার অনেকের মতে রসিদ ও ভাউচারে লেনদেনের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে বিধায় নগদান বইয়ের লেনদেনে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। তাই এই অংকে লেনদেনের ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি।

নগদান বইয়ের প্রকারভেদঃ

লেনদেনের পরিমাণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের নগদান বই সংরক্ষণ করে থাকে। নগদান বইকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

১. সাধারণ নগদান বই
২. খুচরা নগদান বই
৩. বহুঘরা নগদান বই

সাধারণ নগদান বইকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. একঘরা নগদান বই
২. দু'ঘরা নগদান বই
৩. তিনঘরা নগদান বই

আধুনিক পদ্ধতিতে সাধারণ নগদান বইকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় :

১. নগদ প্রাপ্তি বই বা জাবেদা
২. নগদ প্রদান বই বা জাবেদা

খুচরা নগদান বইকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. সাধারণ খুচরা নগদান বই
২. বিশে- ষণাত্মক খুচরা নগদান বই
৩. অগ্রদত্ত নিয়মে খুচরা নগদান বই

ছকের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের নগদান বই নিম্নে উপস্থাপন করলাম :

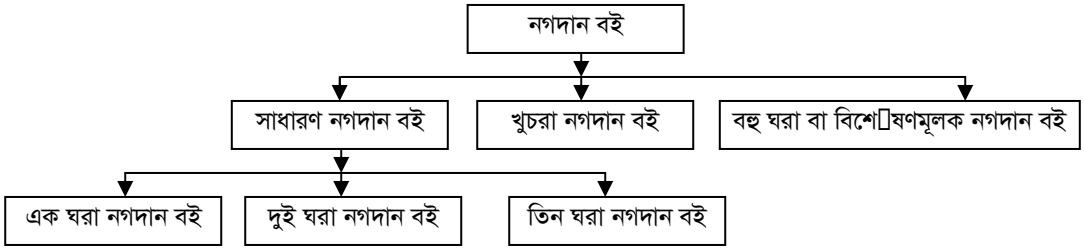

আধুনিক পদ্ধতিতে সাধারণ নগদান বইকে নিম্নলিখিত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

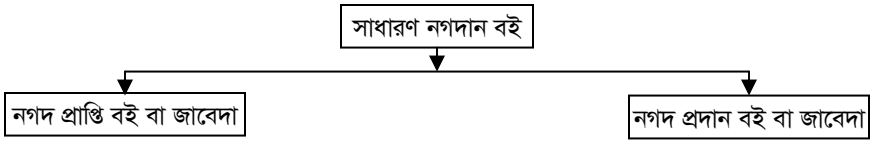

খুচরা নগদান বইকে তিনভাগে ভাগ করা যায় :

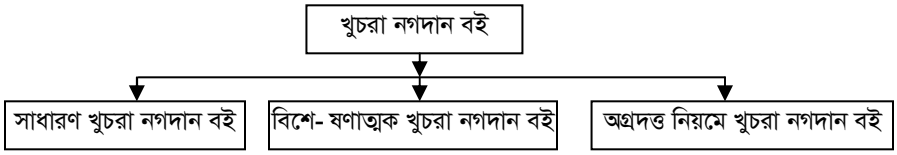

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	নগদ অর্থের পরিমান জানার জন্য কি কি হিসাব রয়েছে সেগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

- সামগ্রিকভাবে নগদান বইকে জাবেদা ও খতিয়ানের অংশ মনে হলেও এর কতগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এ হিসাবকে অন্যান্য হিসাব থেকে আলাদা করেছে।
- খতিয়ানের অন্য যে কোন হিসাবের মতই নগদান বই নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়। নির্দিষ্ট সময় শেষে হিসাবের জের নির্ণয় করে নগদ অর্থের পরিমাণ জানা যায়।
- প্রতিষ্ঠানের আয়তন, ব্যবসায়ের লেনদেনের প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে নগদান বইকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোনটি নগদান বইয়ের বৈশিষ্ট্য?
   ক. ডেবিট উদ্বৃত্ত খ. ক্রেডিট উদ্বৃত্ত
   গ. মোট লাভ ঘ. নীট লাভ

২. নগদান বইয়ে ঘর সংখ্যা কয়টি?
   ক. ৮টি খ. ১০টি
   গ. ১৫টি ঘ. ১৭টি

৩. নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে কোন এন্ট্রিগুলো বসে–
   ক. নগদ প্রদান এন্ট্রি খ. নগদ প্রাপ্তি এন্ট্রি
   গ. ধারে ক্রয় ঘ. ধারে বিক্রয়

৪. নগদান বই সাধারণত কয় প্রকার?
   ক. দুই প্রকার খ. পাঁচ প্রকার
   গ. তিন প্রকার ঘ. ছয় প্রকার

৫. খুচরা নগদান বই কত প্রকার?
   ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
   গ. ১ প্রকার ঘ. ৪ প্রকার

পাঠ-৯.৩ একঘরা ও দুইঘরা নগদান বই

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- একঘরা নগদান ও দুইঘরা নগদান বই সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- একঘরা ও দুইঘরা নগদান বই এ বিভিন্ন দফাসমূহের হিসাবভূক্তি করতে পারবেন।
- উভয় প্রকার নগদান বই প্রস্তুত করে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে পারবেন।

একঘরা নগদান বইয়ের ধারণা ও সংজ্ঞা

যে হিসাব বইতে নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান লেনদেনগুলোর টাকার অংক লিখবার জন্য একটিমাত্র ঘর ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে থাকে তাকে একঘরা নগদান বই বলে। একঘরা নগদান বইয়ে ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় দিকে ৫টি করে মোট ১০টি ঘর থাকে। নগদান বইয়ে সাধারণত ডেবিট উদ্বৃত্ত দেখা যায়। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি অনুযায়ী একঘরা নগদান বই আরো কয়েক প্রকার হতে পারে।

১. নগদ টাকার ঘর সম্বলিত একঘরা নগদান বই : সাধারণত ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের হিসাব বই সংরক্ষণ করা হয়। এরুপ ক্ষেত্রে ব্যাংকে কোন টাকা জমা রাখা হয় না এবং ব্যাংকের মাধ্যমে কোন লেনদেন হয় না।

২. ব্যাংক টাকার ঘর সম্বলিত একঘরা নগদান বই : যে হিসাবের বইতে সকল ব্যাংক সংক্রান্ড় লেনদেনই নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ব্যাংক টাকার ঘর সম্বলিত নগদান বই বলে।

৩. একঘরা সম্মিলিত মিশ্র নগদান বই : প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকা ও ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার হিসাব রাখার জন্য যে নগদান বইয়ের উভয় দিকে একটিমাত্র টাকার ঘর ব্যবহার করা হয় তাকে একঘরা সম্মিলিত মিশ্র নগদান বই বলে।

একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করার পদ্ধতি

একঘরা নগদান বই প্রস্তুতের জন্য সর্বপ্রথমে T ছকের ন্যায় একটি ছক অংকন করতে হয়। এ ছককে সমান দুই ভাগ করে এর বাম পার্শ্বকে ডেবিট পার্শ্ব এবং ডান পার্শ্বকে ক্রেডিট পার্শ্ব হিসাবে চিহ্নিত করতে হয়। এ ছকের প্রত্যেক পার্শ্বে ৫টি করে ঘর থাকে। এ ঘরগুলোতে পর্যায়ক্রমে তারিখ, বিবরণ, রসিদ বা ভাউচার নং, খতিয়ান পৃষ্ঠা এবং টাকার পরিমাণ লিখতে হয়। তারপর সকল প্রকার নগদ প্রাপ্তিগুলোকে ডেবিট দিকে এবং সকল প্রকার প্রদানসমূহকে ক্রেডিট দিকে লিখতে হয়। নগদান বই সাধারণত ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে। কারণ আমরা জানি নগদ প্রাপ্তির পরিমাণ অপেক্ষা নগদ প্রদানের পরিমাণ কখনোই বেশি হতে পারে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সমান হতে পারে। একঘরা নগদান বইতে কোন প্রকার বাট্টার পরিমাণ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

উদাহরণ : জনাব জাসিয়াহ তাসনিম-এর ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো সম্পন্ন হয়েছে:

২০১৪
জানু ১ নগদ উদ্বৃত্ত ৭,৫০০ টাকা।
,, ২ নগদে পণ্য ক্রয় ৭,০০০ টাকা।
,, ৫ নগদে পণ্য বিক্রয় ৮,০০০ টাকা।
,, ৭ আফনান-এর নিকট নগদে বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।
,, ১০ অগ্রিম বিমা পরিশোধ ৫,০০০ টাকা।
,, ১৫ রীতার নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ ১২,০০০ টাকা।
,, ২০ প্রাপ্য হিসাব হতে প্রাপ্তি ২,৫০০ টাকা।
,, ২৫ মালিক কর্তৃক উত্তোলন ৪,০০০ টাকা।
,, ৩০ বাবুলকে বেতন প্রদান ২,০০০ টাকা।

উপরোক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে **একঘরা নগদান বই** প্রস্তুত করা হলো–

জাসিয়াহ তাসনিম-এর
একঘরা নগদান বই

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	রসিদ নং	খ:পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভাউচার নং	খ:পৃ:	টাকা
২০১৪					২০১৪				
জানু-১	ব্যালেন্স বি/ডি			৭,৫০০	জানু-২	পণ্য ক্রয়			৭,০০০
,, ৫	পণ্য বিক্রয়			৮,০০০	,, ১০	অগ্রিম বিমা			৫,০০০
,, ৭	পণ্য বিক্রয়			১০,০০০	,, ২৫	উত্তোলন হিসাব			৪,০০০
,, ১৫	রীতার ঋণ হিসাব			১২,০০০	,, ৩০	বেতন হিসাব			২,০০০
,, ২০	প্রাপ্য হিসাব			২,৫০০					
					,, ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি			২২,০০০
				৪০,০০০					৪০,০০০
ফেব্রু-১	ব্যালেন্স বি/ডি			২২,০০০					

দু'ঘরা নগদান বইয়ের সংজ্ঞা

যে হিসাব বইতে নগদ ও চেক প্রাপ্তি এবং নগদ ও চেক প্রদান লেনদেনগুলোর টাকার অংক লিখবার জন্য নগদ কলামের পাশাপাশি আর একটি ব্যাংক কলাম থাকে তাকে দু'ঘরা নগদান বই বলে। সাধারণত এ নগদান বইয়ে নগদান ও ব্যাংক ঘর যুক্ত হয়ে থাকে। দুইঘরা নগদান বই একঘরা নগদান বই অপেক্ষা অধিক প্রচলিত ও তথ্যবহুল। একঘরা নগদান বইতে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্যই দুইঘরা নগদান বই সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। দুই ঘরা নগদান বই-এ ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় দিকে ৬টি করে মোট ১২টি ঘর থাকে। দু'ঘরা নগদান বইয়ের মাধ্যমে নগদ অর্থের পরিমাণের পাশাপাশি ব্যাংক উদ্বৃত্তের পরিমাণ জানা যায়।

দু'ঘরা নগদান বইয়ের নমুনা ছক

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	রসিদ নং	খ:পৃ	নগদ (টাকা)	ব্যাংক (টাকা)	তারিখ	বিবরণ	ভাউচার নং	খ:পৃ:	নগদ (টাকা)	ব্যাংক (টাকা)

কন্ট্রা এন্ট্রি বা বিপরীত দাখিলা

যে সব লেনদেন নগদান বইয়ের দুদিকে দেখানো হয় তাকে কন্ট্রা এন্ট্রি বলে। অর্থাৎ নগদান বইতে এই সমস্ড় লেনদেন একবার ডেবিট পার্শ্বে জমা দেখাতে হয়, আবার ক্রেডিট দিকে খরচ দেখাতে হয়। সাধারণত: ব্যাংক ও নগদের মধ্যে সংঘটিত লেনদেনের জন্য কন্ট্রা এন্ট্রি হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যাংকে ৮,০০০ টাকা জমা দেওয়া হল। এ লেনদেনের ফলে ব্যাংকে জমা টাকার পরিমাণ বেড়ে যাবে তাই নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে নগদান হিসাবে লিখে ব্যাংক কলামে লিখতে হবে। পাশাপাশি নগদ টাকা কমে যাওয়ায় নগদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে ব্যাংক হিসাব লিখে নগদ কলামে লিখতে হবে। এ ধরনের লেনদেনের মাধ্যমে কারবারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয় না। শুধুমাত্র টাকার স্থান পরিবর্তন হয়। কন্ট্রা এন্ট্রি 'C' বা 'ক' চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

সাধারণত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কন্ট্রা এন্ট্রি হয়–

১. নগদ টাকা ও চেক ব্যাংকে জমা দিলে।

২. অফিসের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে টাকা উঠানো হলে।

উপরে লিখিত লেনদেনটি দুইঘরা নগদান বইতে হিসাবভূক্ত করণ প্রক্রিয়া নিম্নরুপ:

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	রসিদ নং	খ:পৃ:	নগদ (টাকা)	ব্যাংক (টাকা)	তারিখ	বিবরণ	ভাউচার নং	খ:পৃ	নগদ (টাকা)	ব্যাংক (টাকা)
	নগদান হি: (ক)				৮,০০০		ব্যাংক হিসাব (ক)			৮,০০০	

দুই ঘরা নগদান বই প্রস্তুত করার পদ্ধতি

প্রথমে T ছকের ন্যায় একটি ছক অংকন করতে হবে। যার সমান দুটি ভাগ থাকবে একটি ভাগ হবে ডেবিট এবং অন্যটি ক্রেডিট। প্রত্যেক ভাগে ৬টি করে মোট ১২টি ঘর থাকবে। এ ঘরগুলোতে তারিখ, বিবরণ, রসিদ বা ভাউচার নং, খতিয়ান পৃষ্ঠা, নগদ (টাকা) এবং ব্যাংক (টাকা) লিখতে হবে। তারপর লেনদেনের প্রকৃতি অনুযায়ী ডেবিট দিকে ব্যাংক ও নগদ জমা এবং ক্রেডিট দিকে নগদ ও ব্যাংক হতে প্রদান লিখতে হবে। কন্ট্রা এন্ট্রিগুলো নিয়ম অনুসারে উভয় পার্শ্বে লিখে 'C' বা 'ক' দ্বারা চিহ্নিত করে দিতে হবে।

উদাহরণ

মেসার্স এম. আর কোং-এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো জানুয়ারি মাসে সম্পন্ন হয়েছে :

২০১৪

জানুয়ারি ১ নগদ উদ্বৃত্ত ৮,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার ডেবিট উদ্বৃত্ত ৯,০০০ টাকা।

,, ৫ নগদে মাল ক্রয় ৮,০০০ টাকা ও নগদে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।

,, ১০ অফিসের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন ৪,০০০ টাকা।

,, ১৫ ব্যাংকে জমাদান ১,০০০ টাকা।

,, ২০ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ১০০ টাকা।

,, ২৫ তিশার নিকট হতে ৩,০০০ টাকার চেক পেয়ে সাথে সাথে আঁখিকে প্রদান করা হল।

,, ৩০ ব্যাংক চার্জ ধার্য করল ৫০ টাকা।

মেসার্স এম.আর কোং-এর
দুই ঘরা নগদান বই

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	রসিদ নং	খ:পৃ:	নগদ (টাকা)	ব্যাংক (টাকা)	তারিখ	বিবরণ	ভাউচার নং	খ:পৃ:	নগদ (টাকা)	ব্যাংক (টাকা)
২০১৪						২০১৪					
জানু-১	ব্যালেন্স বি/ডি			৮,০০০	৯,০০০	জানু-৫	মাল ক্রয়			৮,০০০	
,, ৫	পণ্য বিক্রয়			১০,০০০		,, ১০	নগদান হিসাব (ক)				৪,০০০
,, ১০	ব্যাংক হিসাব (ক)			৪,০০০		,, ১৫	ব্যাংক হিসাব (ক)			১,০০০	
,, ১৫	নগদান হিসাব (ক)				১,০০০	,, ২৫	আঁখি হিসাব			৩,০০০	
,, ২০	ব্যাংক সুদ হিসাব				১০০	,, ৩০	ব্যাংক চার্জ				৫০
,, ২৫	তিশা হিসাব			৩,০০০		,, ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি			১৩,০০০	৬,০৫০
				২৫,০০০	১০,১০০					২৫,০০০	১০,১০০
ফেব্রু-১	ব্যালেন্স বি/ডি			১৩,০০০	৬,০৫০						

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	একঘরা নগদান বই ও দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুতে কি কি মিল রয়েছে লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

- যে হিসাবের বই থেকে শুধুমাত্র নগদ টাকার পরিমাণ জানা যায় তাকে একঘরা নগদান বই এবং যে হিসাবের বই থেকে নগদ জমা ও ব্যাংক জমার অর্থের পরিমাণ জানা যায় তাকে দুইঘরা নগদান বই বলে।
- একঘরা নগদান বই তৈরিতে সৃষ্ট সমস্যা দূরীকরণের জন্য কারবার প্রতিষ্ঠানে দুইঘরা নগদান বই সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।
- প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ ব্যাংকে জমা দিলে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে টাকা উঠালে কন্ট্রা এন্ট্রি হয়। এই কন্ট্রা এন্ট্রি দুইঘরা নগদান বইয়ের উভয় পার্শ্বে লিখে 'C' অথবা 'ক' লিখে চিহ্নিত করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. একঘরা নগদান বইতে কয়টি ঘর থাকে।

ক. ১২টি খ. ১৩টি
গ. ১০টি ঘ. ১৪টি

২. দুইঘরা নগদান বইতে কয়টি ঘর থাকে?

ক. ১৩টি খ. ১৪টি
গ. ১৫টি ঘ. ১২টি

৩. নগদান বইয়ের নমুনা ছকের অন্তর্ভূক্ত নয় কোনটি?

ক. চালান নং খ. ভাউচার নং
গ. খতিয়ান নং ঘ. কন্ট্রা এন্ট্রি

৪. অফিসের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন এটি কোন ধরণের এন্ট্রি?

ক. দুতরফা দাখিলা এন্ট্রি খ. একতরফা দাখিলা এন্ট্রি
গ. কন্ট্রা এন্ট্রি ঘ. কোনটিই নয়

৫. হিরার নিকট ৩,০০০ টাকার পণ্য বাকীতে বিক্রয় করা হল; এটি বসবে–

ক. ডেবিট দিকে নগদের ঘরে খ. ডেবিট দিকে ব্যাংকের ঘরে
গ. ক্রেডিট দিকে নগদের ঘরে ঘ. নগদান বইতে আসবে না।

পাঠ-৯.৪ তিনঘরা নগদান বই

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- তিনঘরা নগদান বই সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- তিনঘরা নগদান বই-এ বাট্টার অন্তর্ভূক্তিসহ নগদ লেনদেন হিসাবভূক্ত করতে পারবেন।
- কারবারি ও নগদ বাট্টা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত করে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে পারবেন।

তিনঘরা নগদান বইয়ের ধারণা ও সংজ্ঞা

যে নগদান বইয়ের ডেবিট এবং ক্রেডিট পার্শ্বে টাকার পরিমাণ লেখার জন্য তিনটি ঘর থাকে তাকে তিনঘরা নগদান বই বলে। তিনটি ঘরের শিরোনাম হল যথাক্রমে নগদ, ব্যাংক ও বাট্টা। তিনঘরা নগদান বইতে দুইঘরা নগদান বই এর মতই নগদ টাকা ও ব্যাংক জমা টাকার ঘর একই নিয়মে রাখা হয়। তবে এক্ষেত্রে উভয়পার্শ্বে একটি অতিরিক্ত ঘর বাট্টা নামে লিখা হয়। তিনঘরা নগদান বইয়ের উভয় দিকে ৭টি করে মোট ১৪টি ঘর থাকে। এই নগদান বইয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নগদ ও ব্যাংক উদ্বৃত্তের পরিমাণ জানার পাশাপাশি প্রাপ্ত এবং প্রদত্ত বাট্টার পরিমাণ জানা যায়। তাই আধুনিককালে অনেক কারবারি প্রতিষ্ঠানে তিনঘরা নগদান বই সংরক্ষণ করে থাকে।

তিনঘরা নগদান বইয়ের ছকঃ

ডেবিট ক্রেডিট

তাং	বিবরণ	রসিদ নং	খ:পৃ:	বাট্টা (টাকা)	নগদ (টাকা)	ব্যাংক (টাকা)	তাং	বিবরণ	ভাউচার নং	খ:পৃঃ	বাট্টা	নগদ (টাকা)	ব্যাংক (টাকা)

কারবারি বাট্টা ও নগদ বাট্টা

কারবারি বাট্টা : পণ্যের উৎপাদনকারী পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ীকে বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য পণ্যের তালিকা মূল্য থেকে যে পরিমাণ মূল্য বিক্রয়ের সময় কম নেয় তাই কারবারি বাট্টা। কারবারী বাট্টার ফলে খুচরা ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে পারে। এ বাট্টা নগদ ও ধারে উভয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। এ বাট্টা তিনঘরা নগদান বই-এ অন্ড়র্ভূক্ত হয় না।

নগদ বাট্টা : বিক্রেতা দেনাদারগণের নিকট হতে পাওনা টাকা দ্রুত আদায়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে মূল্য পরিশোধের সময় যে পরিমাণ টাকা ছেড়ে দেয় তাকে নগদ বাট্টা বলে। প্রদত্ত নগদ বাট্টা তিন ঘরা নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে এবং প্রাপ্ত নগদ বাট্টা তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিট পার্শ্বে বসে।

তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত প্রণালীঃ

'T' ছক অনুযায়ী তিনঘরা নগদান বই দুইঘরা নগদান বইয়ের মতই প্রস্তুত করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় দিকে বাট্টার ঘর নামে অতিরিক্ত মোট দুইটি কলাম থাকে। তিনঘরা নগদান বইয়ের ডেবিট পার্শ্বে নগদ জমা, ব্যাংক জমার পাশাপাশি প্রদত্ত বাট্টা লিপিবদ্ধ করা হয় আর ক্রেডিট পার্শ্বে নগদ প্রদান, ব্যাংকে পরিশোধের পাশাপাশি প্রাপ্ত বাট্টা হিসাবভূক্ত করা হয়। তবে নির্দিষ্ট সময় শেষে নগদ ও ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত নির্ণয় করলেও বাট্টার কোন উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয় না। বাট্টা কলামে শুধু প্রদত্ত বাট্টা ও প্রাপ্ত বাট্টার যোগফল নির্ণয় করা হয়।

উদাহরণ :

মেসার্স সারা এন্ড কোং এর লেনদেনগুলো ছিল নিম্নরূপ:

২০১৪

জানুয়ারি ১ প্রারম্ভিক নগদ তহবিল ৪০,০০০ টাকা ও ব্যাংক জমা ২০,০০০ টাকা।

,, ৫ নগদে পণ্য ক্রয় ১৫,০০০ টাকা।

,, ১০ রাসেলের নিকট নগদে বিক্রয় ৮,০০০ টাকা।

,, ১৫ ব্যাংক হতে উত্তোলন ১০,০০০ টাকা।

,, ২০ চেকে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।

,, ২৫ আমাদের পাওনা ২০,৫০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ২০,০০০ টাকা পাওয়া গেল এবং তা ব্যাংকে জমা দেয়া হল।

,, ২৮ মুত্তাকীকে ১০,৪০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ১০,০০০ টাকা দেওয়া হল।

,, ৩০ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ২০০ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ১০০ টাকা।

সারা এন্ড কোং

তিনঘরা নগদান বই

ডেবিট ক্রেডিট

তাং	বিবরণ	র: নং	খ:পৃ:	বাট্টা	নগদ (টাকা)	ব্যাংক (টাকা)	তাং	বিবরণ	ভা: নং	খ:পৃ:	বাট্টা	নগদ (টাকা)	ব্যাংক (টাকা)
২০১৪							২০১৪						
জানু-১	ব্যালেন্স বি/ডি				৪০,০০০	২০,০০০	জানু-৫	ক্রয় হিসাব				১৫,০০০	
,, ১০	বিক্রয় হিসাব				৮,০০০		,, ১৫	নগদান হিসাব (ক)					১০,০০০
,, ১৫	ব্যাংক হিসাব (ক)				১০,০০০		,, ২০	পণ্য ক্রয় হিসাব					৫,০০০
,, ২৫	দেনাদার হিসাব			৫০০		২০,০০০	,, ২৮	মুত্তাকী হিসাব			৪০০	১০,০০০	
,, ৩০	ব্যাংক সুদ হিসাব					২০০	,, ৩০	ব্যাংক চার্জ হিসাব					১০০
							,, ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি				৩৩,০০০	২৫,১০০
				৫০০	৫৮,০০০	৪০,২০০					৪০০	৫৮,০০০	৪০,২০০
ফেব্রু ১	ব্যালেন্স বি/ডি				৩৩,০০০	২৫,১০০							

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুতে কোন কোন লেনদেন দ্বারা একইসাথে নগদান হিসাব ও ব্যাংক হিসাব প্রভাবিত হয় উল্লেখ করুণ।

সারসংক্ষেপ:

- যে হিসেবের বই হতে নগদ জমা টাকা, ব্যাংকে জমা টাকা ও বাট্রার পরিমাণ জানা যায় তাকে তিনঘরা নগদান বই বলে।
- উৎপাদনকারী খুচরা বিক্রেতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জনের জন্য পণ্যের তালিকা মূল্য হতে যে পরিমাণ টাকা বাদ দেয় তাকে কারবারী বাট্টা বলে।

  অপরদিকে পাওনা আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্য টাকা হতে যে পরিমাণ নগদ টাকা ছাড় দেয়া হয় তাকে নগদ বাট্টা বলে।
- তিনঘরা নগদান বই হতে নগদ টাকা ও ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা ছাড়াও প্রাপ্ত এবং প্রদত্ত বাট্টার পরিমাণ জানা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. তিনঘরা নগদান বইতে কয়টি ঘর থাকে?

ক. ৮টি খ. ১০টি

গ. ১২টি ঘ. ১৪টি

২. কোনটি তিনঘরা নগদান বইয়ে অন্ড়র্ভূক্ত হয় না?

ক. প্রাপ্ত বাট্টা খ. নগদ বাট্টা

গ. কারবারী বাট্টা ঘ. প্রদত্ত বাট্টা

৩. নগদ বাট্টা তিনঘরা নগদান বইয়ের কোন দিকে যায়?

ক. ডেবিট দিকে খ. ডেবিট-ক্রেডিট উভয় দিকে

গ. ক্রেডিট দিকে ঘ. কোনদিকেই নয়

৪. তিন ঘরা নগদান বইয়ে কোন সংক্রান্ড় লেনদেনের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয় না?

ক. নগদ সংক্রান্ত খ. ব্যাংক সংক্রান্ত

গ. বাট্টা সংক্রান্ত ঘ. নগদ বিক্রয় সংক্রান্ত

৫. তিনঘরা নগদান বইতে কোনটি দেখানো হয়?

ক. ধারে ক্রয় খ. ধারে বিক্রয়

গ. নগদে বিক্রয় ঘ. কারবারী বাট্টা

পাঠ-৯.৫ নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান জাবেদাসমূহের ধারণা ও প্রস্তুতকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নগদ প্রাপ্তি ও প্রদানসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদানসমূহের জাবেদা তৈরি করতে পারবেন।

নগদ প্রাপ্তি ও প্রদানসমূহ সম্পর্কে ধারণা

কোন প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নগদ প্রাপ্তিসমূহ যে বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা আর যে বিশেষ জাবেদায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নগদ প্রদানসমূহ লিখে রাখা হয় তাকে নগদ প্রদান জাবেদা বলে।

নগদ প্রাপ্তি জাবেদার ছক

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	সুত্র	নগদ ডেবিট	প্রদত্ত বাট্টা ডেবিট	বিক্রয় ক্রেডিট	দেনাদার ক্রেডিট	অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট

নগদ প্রাপ্তি জাবেদার প্রস্তুত প্রণালি :

তারিখ : তারিখ অনুযায়ী নগদ প্রাপ্তি লেনদেন লিখতে হবে।

ক্রেডিট হিসাব খাত : যখন যে হিসাব খাত হতে অর্থ প্রাপ্তি হবে তখন সে হিসাবের খাত লিখতে হবে।

প্রদত্ত বাট্টা ডেবিট : দেনাদারদের নিকট হতে টাকা আদায়ের সময় যে টাকা ছাড় দেয়া হয় তা এ ঘরে লিখতে হবে।

দেনাদার হিসাব ক্রেডিট : দেনাদার হিসাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ এই ঘরে লিখতে হবে।

বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট : নগদে বিক্রয়ের প্রকৃত পরিমাণ এই ঘরে লিখতে হবে।

অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট : নগদে বিক্রয় ও দেনাদার হিসাব হতে প্রাপ্ত টাকা ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রাপ্ত এই ঘরে লিখতে হবে।

উদাহরণ :

মেসার্স লায়লা কোম্পানির ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসের নিম্নলিখিত লেনদেনসমূহ হতে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা তৈরি কর।

২০১৪

এপ্রিল-১ মিসেস লায়লা ৫০,০০০ টাকা কারবারে মূলধন বিনিয়োগ করল।

এপ্রিল-৫ নগদে বিক্রয় ৩০,০০০ টাকা।

এপ্রিল-১০ দেনাদারের নিকট হতে ২০,০০০ টাকার পাওনা ১০% বাট্টায় নগদ প্রাপ্তি।

এপ্রিল-১২ বিক্রয় বাবদ নগদ প্রাপ্তি ১৫,০০০ টাকা।

এপ্রিল-৩০ লভ্যাংশ প্রাপ্তি ২,০০০ টাকা।

মেসার্স লায়লা কোম্পানি

নগদ প্রাপ্তি জাবেদ

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	সূত্র	নগদ ডেবিট	প্রদত্ত বাট্টা ডেবিট	বিক্রয় ক্রেডিট	দেনাদার ক্রেডিট	অন্যান্য ক্রেডিট
২০১৪							
এপ্রিল-১	মূলধন-লায়লা		৫০,০০০				৫০,০০০
এপ্রিল-৫	বিক্রয় হিসাব		৩০,০০০		৩০,০০০		
এপ্রিল-১০	দেনাদার হিসাব		১৮,০০০	২,০০০		২০,০০০	
এপ্রিল-২২	বিক্রয় হিসাব		১৫,০০০		১৫,০০০		
এপ্রিল-৩০	লভ্যাংশ আয়		২,০০০				২,০০০
			১,১৫,০০০	২,০০০	৪৫,০০০	২০,০০০	৫২,০০০

নগদ প্রদান জাবেদা : যে হিসাবের বইতে কোন প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নগদ প্রদানসমূহের যে বিশেষ জাবেদায় লিখা হয় তাকে নগদ প্রদান জাবেদা বলে।

নগদ প্রদান জাবেদার ছক :

তারিখ	ডেবিট হিসাব খাত	সূত্র	ক্রয় ডেবিট	পাওনাদার ডেবিট	অন্যান্য ডেবিট	প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট	নগদ ক্রেডিট

নগদ প্রদান জাবেদার প্রস্তুত প্রণালি

তারিখ : তারিখ অনুযায়ী নগদ প্রাপ্তি লেনদেন লিখতে হবে।

ডেবিট হিসাব খাত : যখন যে হিসাব খাতকে নগদ পরিশোধ করতে হবে তখন সেই হিসাবের খাত লিখতে হবে।

ক্রয় হিসাব ডেবিট : নগদ ক্রয়ের প্রকৃত পরিমাণ এই ঘরে লিখতে হবে।

পাওনাদার ডেবিট : পাওনাদারের সমুদয় পাওনা এই ঘরে লিখতে হবে।

অন্যান্য ডেবিট : নগদে ক্রয় ও পাওনাদারকে নগদ পরিশোধের পর অন্যান্য সকল পরিশোধ এই ঘরে লিখতে হবে।

প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট : পাওনাদারকে টাকা পরিশোধের সময় যে টাকা ছাড় পাওয়া যায় তা এই ঘরে লিখতে হবে।

উদাহরণ :

আফিক এন্ড কোং-এর ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসের নগদ লেনদেনগুলো ছিল নিম্নরূপ। তথ্যগুলো হতে নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত কর।

২০১৪

জানুয়ারি-৩ সোহাগকে নগদ প্রদান ১৫,০০০ টাকা

জানুয়ারি-৭ নগদে পণ্য ক্রয় ১২,০০০ টাকা

জানুয়ারি-১৫ আবেদের নিকট হতে নগদে পণ্য ক্রয় ৮,০০০ টাকা

জানুয়ারি-২০ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ৭,০০০ টাকা

জানুয়ারি-২৫ পাওনাদার আছেমকে ৫,৫০০ টাকার পাওনা নিষ্পত্তিতে ৫,০০০ টাকা প্রদান করা হলো।

সমাধান :

আফিক এন্ড কোং এর

নগদ প্রদান জাবেদা

তারিখ	ডেবিট হিসাব খাত	সূত্র	ক্রয় ডেবিট	পাওনাদার ডেবিট	অন্যান্য ডেবিট	প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট	নগদ ক্রেডিট
২০১৪							
জানু-৩	সোহাগ হিসাব			১৫,০০০			১৫,০০০
জানু-৭	পণ্য ক্রয় হিসাব		১২,০০০				১২,০০০
জানু-১৫	পণ্য ক্রয় হিসাব		৮,০০০				৮,০০০
জানু-২০	ব্যাংক হিসাব				৭,০০০		৭,০০০
জানু-২৫	আছেম হিসাব			৫,৫০০		৫০০	৫,০০০
			২০,০০০	২০,৫০০	৭,০০০	৫০০	৪৭,০০০

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুতের ছকে কি কি সাদৃশ্য রয়েছে সেগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

- প্রতিষ্ঠানের যে হিসাব বইতে যাবতীয় নগদ প্রাপ্তিসমূহ যে বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা বলে।
- প্রতিষ্ঠানের যে হিসাব বইতে যাবতীয় নগদ প্রদানসমূহ তারিখ অনুযায়ী যে বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদ প্রদান জাবেদা বলে।
- যাবতীয় নগদ প্রাপ্তিসমূহ নিয়ে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ও নগদ প্রদানসমূহ নিয়ে নগদ প্রদান জাবেদা তৈরি করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. যাবতীয় নগদ প্রাপ্তি যে জাবেদায় লিখা হয় তাকে বলে?

ক. বিক্রয় জাবেদা খ. ক্রয় জাবেদা

গ. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ঘ. সমন্বয় জাবেদা

২. যাবতীয় নগদ প্রদানসমূহ যে বিশেষ জাবেদায় লিখা হয় তাকে বলে—

ক. প্রারম্ভিক জাবেদা খ. নগদ প্রদান জাবেদা

গ. ক্রয় ফেরত জাবেদা ঘ. বিক্রয় ফেরত জাবেদা

পাঠ-৯.৬ খুচরা নগদান বই

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- খুচরা নগদান বই সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- খুচরা নগদান বইয়ের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নগদান বইয়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- নগদান বইয়ের ছক আঁকতে পারবেন।
- খুচরা নগদান বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধ করে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে পারবেন।

খুচরা নগদান বই এর ধারণা ও সংজ্ঞা

বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিদিন অসংখ্য নগদ লেনদেন সংঘটিত হয়। তারমধ্যে ছোট অঙ্কের খরচ যেমন : রিক্সা ভাড়া, যাতায়াত, ডাক ও তার, ছাপা ও মনিহারি, আপ্যায়ন খরচ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে সংঘটিত হয়। আর এ খরচগুলো সাধারণ নগদান বইতে হিসাবভূক্ত করা হলে নগদান বইয়ের আকার ও আয়তন বড় হয়, যা ভীষণ সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই এই সমস্যা দূর করার জন্য শুধুমাত্র ছোট অঙ্কের নগদ খরচগুলো লিপিবদ্ধ করবার জন্য যে আলাদা বই ব্যবহার করা হয় তাকে খুচরা নগদান বই বলে।

খুচরা নগদান বইয়ের সুবিধা

প্রতিষ্ঠানে সাধারণ নগদান বইয়ের পাশাপাশি খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করার ফলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো পাওয়া যায়।

১. **সময়ের অপচয় হ্রাস** : খুচরা নগদান বইতে প্রতিষ্ঠনের ছোট ছোট খরচগুলো লিপিবদ্ধ করলে প্রধান ক্যাশিয়ারের মূল্যবান সময় সাশ্রয় হয়।

২. **নিয়ন্ত্রণ** : ছোট ছোট খরচের হিসাব আলাদাভাবে রাখা হয় বলে এর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ হয়।

৩. **অপচয় ও জালিয়াতি রোধ** : খুচরা খরচের হিসাব আলাদাভাবে সংরক্ষণ করে তহবিল জালিয়াতি রোধ করা যায়।

৪. **খতিয়ানের কলেবর হ্রাস** : ছোট ছোট খরচগুলোর যোগফল খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয় বলে এতে খতিয়ানের কলেবর হ্রাস পায়।

খুচরা নগদান বইয়ের প্রকারভেদ

প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজনানুসারে যে কোনো একটি খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করতে পারে। তবে খুচরা নগদান বইকে সাধারণত: তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. সাধারণ খুচরা নগদান বই।

২. বহুঘরা বা বিশে- ষণাত্মক খুচরা নগদান বই।

৩. অগ্রদত্ত পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই।

সাধারণ খুচরা নগদান বই

যে খুচরা নগদান বইতে খরচের টাকার পরিমাণ লিখবার জন্য একঘরা নগদান বইয়ের মত উভয়দিকে একটি করে টাকার ঘর থাকে তাকে সাধারণ খুচরা নগদান বই বলে। এ হিসাব বই-এ খুচরা খরচ ক্রেডিট দিকে এবং ক্যাশিয়ারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থ ডেবিট দিকে টাকার ঘরে বসে।

সাধারণ খুচরা নগদান বইয়ের ছক

ডেবিট **ক্রেডিট**

তারিখ	বিবরণ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভা: নং	টাকা

উদাহরণ :

নিম্নলিখিত তথ্যাবলি হতে জনাব বাবুল এন্ড কোং-এর একটি সাধারণ খুচরা নগদান বই প্রস্তুত করুণ:

২০১৪		
ফেব্রুয়ারি-১	প্রধান ক্যাশিয়ারের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি	২০০ টাকা
ফেব্রুয়ারি-৪	কাগজ ক্রয়	৭৫ টাকা
ফেব্রুয়ারি-৭	ডাকটিকেট ক্রয়	১৫ টাকা
ফেব্রুয়ারি-১০	ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান	৫ টাকা
ফেব্রুয়ারি-১১	পিয়নকে বকশিস	১০ টাকা
ফেব্রুয়ারি-১৩	কার্বন ক্রয়	৬ টাকা
ফেব্রুয়ারি-১৫	ডাক ও তার	২০ টাকা
ফেব্রুয়ারি-১৭	রিক্সা ভাড়া	১০ টাকা
ফেব্রুয়ারি-২০	আপ্যায়ন খরচ	১৭ টাকা
ফেব্রুয়ারি-২২	কুলি খরচ	৮ টাকা
ফেব্রুয়ারি-২৪	বাস ভাড়া	১১ টাকা
ফেব্রুয়ারি-২৬	ধোপাকে প্রদান	১৪ টাকা

সমাধান :

জনাব বাবুল এন্ড কোং এর
সাধারণ খুচরা নগদান বই

ডেবিট **ক্রেডিট**

তারিখ	বিবরণ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভা: নং	টাকা
২০১৪			২০১৪			
ফেব্রু-১	নগদান হিসাব	২০০	ফেব্রু- ৪	কাগজ ক্রয়		৭৫
			ফেব্রু- ৭	ডাক টিকেট ক্রয়		১৫
			ফেব্রু-১০	ভিক্ষা দান		৫

ডেবিট **ক্রেডিট**

তারিখ	বিবরণ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভা: নং	টাকা
			ফেব্রু-১১	বকশিস		১০
			ফেব্রু-১৩	কার্বন ক্রয়		৬
			ফেব্রু-১৫	ডাক ও তার		২০
			ফেব্রু-১৭	রিক্সা ভাড়া		১০
			ফেব্রু-২০	আপ্যায়ন খরচ		১৭
			ফেব্রু-২২	কুলি খরচ		৮
			ফেব্রু-২৪	বাস ভাড়া		১১
			ফেব্রু-২৬	ধোপাকে প্রদান		১৪
			ফেব্রু-২৮	ব্যালেন্স সি/ডি		৯
		২০০				২০০

বহুঘরা বা বিশে- ষণাত্মক খুচরা নগদান বই

যে খুচরা নগদান বইতে ডেবিট দিকে টাকার পরিমাণ লেখার জন্য একটি ঘর থাকে। অপরদিকে ক্রেডিট দিকে টাকার পরিমাণ লেখার জন্য একাধিক প্রয়োজনীয়সংখ্যক টাকার ঘর থাকে এবং সেগুলোকে উপযুক্ত শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বহুঘরা খুচরা নগদান বই বলে।

বহুঘরা খুচরা নগদান বইয়ের ছক :

ডেবিট

প্রাপ্ত টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভা: নং	মোট প্রাপ্ত টাকা	খরচের বিশ্লেষণ				
					মনিহারি	ডাক ও তার	যাতায়ত	আপ্যায়ন	বিবিধ

উদাহরণ: ২০১৪ সালের মার্চ মাসে এম.আর. কোং এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো সংঘটিত হয়েছে।

২০১৪		**টাকা**
মার্চ-১	প্রধান ক্যাশিয়ারের নিকট হতে নগদ পাওয়া গেল	২০০
মার্চ-২	যাতায়ত খরচ প্রদান	২০
মার্চ-৭	মনিহারি ক্রয়	৩৫
মার্চ-১০	কার্বন ক্রয়	১০
মার্চ-১২	আপ্যায়ন খরচ	১৫

২০১৪		টাকা
মার্চ-১৫	কাগজ ও কালি ক্রয়	৩০
মার্চ-২০	ডাক ও তার খরচ	১০
মার্চ-২৫	বাস ভাড়া প্রদান	২০
মার্চ-২৮	প্যাকিং খরচ	৩০

করণীয় : বহুঘরা খুচরা নগদান বই তৈরি করুন।

সমাধান :

এম.আর কোং
খুচরা নগদান বই (বহুঘরা)

ডেবিট **ক্রেডিট**

প্রাপ্ত টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভাঃ নং	প্রদত্ত টাকা	খরচের বিশে- ষণ				
					মনিহার (টাকা)	যাতায়ত (টাকা)	আপ্যায়ন খরচ (টাকা)	ডাক খরচ (টাকা)	প্যাকিং (টাকা)
	২০১৪								
২০০	মার্চ-১	নগদান হিসাব				২০			
	মার্চ-২	যাতায়াত খরচ		২০					
	মার্চ-৭	মনিহারি ক্রয়		৩৫	৩৫				
	মার্চ-১০	কার্বন ক্রয়		১০	১০				
	মার্চ-১২	আপ্যায়ন খরচ		১৫			১৫		
	মার্চ-১৫	কাগজ ও কালি ক্রয়		৩০	৩০				
	মার্চ-২০	ডাক ও তার		১০				১০	
	মার্চ-২৫	বাস ভাড়া		২০		২০			
	মার্চ-২৮	প্যাকিং খরচ		৩০					৩০
				১৭০	৭৫	৪০	১৫	১০	৩০
	মার্চ-৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৩০	খ:পৃ:	খ:পৃ:	খ:পৃ:	খ:পৃ:	খ:পৃ:
২০০				২০০					
৩০	এপ্রিল-১	ব্যালেন্স বি/ডি							

অগ্রদত্ত খুচরা নগদান বই

যে পদ্ধতিতে ছোট ক্যাশিয়ার প্রধান ক্যাশিয়ারের নিকট হতে প্রতিষ্ঠানের খুচরা খরচ নির্বাহের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অগ্রিম গ্রহণ করে এবং ছোট ক্যাশিয়ার নির্দিষ্ট সময় শেষে মোট ব্যয়ের হিসাব প্রধান ক্যাশিয়ারের নিকট উপস্থাপন করে ব্যয়িত অর্থ গ্রহণ করে তাকে অগ্রদত্ত খুচরা নগদান বই বলে।

অগ্রদত্ত খুচরা নগদান বইয়ের ছক

ডেবিট

প্রাপ্ত টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভা: নং	মোট প্রাপ্ত টাকা	খরচের বিশে- ষণ				
					মনিহারি	ডাক ও তার	যাতায়ত	আপ্যায়ন	বিবিধ

উদাহরণ: ২০১৪ সালের মে মাসে জিয়া এন্ড সন্স এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো সংঘটিত হয়েছে :

তারিখ	বিবরণ	টাকা
মে-১	খুচরা নগদ তহবিল	৫০
মে-১	প্রধান ক্যাশিয়ারের নিকট হতে প্রাপ্তি	৩৫০
মে-৪	রিক্সা ভাড়া	২৫
মে-৬	প্যাকিং দ্রব্যাদি ক্রয়	৪০
মে-৮	মনিহারি ক্রয়	৫০
মে-১০	ডাক ও তার	২০
মে-১৫	বাস ভাড়া	৩০
মে-২০	আপ্যায়ন খরচ	৩৫
মে-২৫	পিয়নকে বকশিস	১০
মে-২৭	যাতায়াত	২৫
মে-২৮	ডাক টিকেট ক্রয়	১০
মে-৩০	কাগজ ক্রয়	৩০

করণীয় : উলে- খিত লেনদেনগুলো অবলম্বনে অগ্রদত্ত নিয়মে খুচরা নগদান বই প্রস্তুত কর ঃ

সমাধান

জিয়া এন্ড সন্স-এর

খুচরা নগদান বই (অগ্রদত্ত)

প্রাপ্ত টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভা: নং	মোট প্রদত্ত টাকা	খুচরা খরচের বিষেণ					
					যাতায়ত (টাকা)	মনিহারি (টাকা)	ডাক ও তার (টাকা)	প্যাকিং (টাকা)	আপশ্ল্যায়ন (টাকা)	বিবিধ (টাকা)
	২০১৪									
৫০	মে-১	ব্যালেন্স বি/ডি								
৩৫০	মে-১	নগদান হিসাব								
	মে- ৪	রিক্সা ভাড়া		২৫	২৫					
	মে-৬	প্যাকিং খরচ		৪০				৪০		
	মে-৮	মনিহারি ক্রয়		৫০		৫০				
	মে-১০	ডাক ও তার		২০			২০			
	মে-১৫	বাস ভাড়া		৩০	৩০					
	মে-২০	আপ্যায়ন খরচ		৩৫					৩৫	
	মে-২৫	পিয়নকে বকশিস		১০						১০
	মে-২৭	যাতায়ত		২৫	২৫					
	মে-২৮	ডাকটিকেট ক্রয়		১০			১০			
	মে-৩০	কাগজ ক্রয়		৩০		৩০				
				২৭৫	৮০	৮০	৩০	৪০	৩৫	১০
	মে-৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১২৫						
৪০০				৪০০	খ:পৃ:	খ:পৃ:	খ:পৃ:	খ:পৃ:	খ:পৃ:	খ:পৃ:
১২৫	জুন-১	ব্যালেন্স বি/ডি								
২৭৫	জুন-১	নগদান হিসাব								

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বহুঘরা খুচরা নগদান বই এবং অগ্রদত্ত খুচরা নগদান বইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোনটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

- প্রতিষ্ঠানের ছোট ছোট খরচগুলো যে হিসাবের বইতে লিখা হয় তা হলো খুচরা নগদান বই।
- খুচরা নগদান বই যেহেতু আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয় তাই সময় ও তহবিল তছরূপ রোধ করা যায়।
- খুচরা নগদান বই তিন প্রকার হলেও সাধারণত বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র দুই ধরণের খুচরা নগদান বই দেখা যায়। বর্তমানে সাধারণ খুচরা নগদান বইয়ের ব্যবহার দেখা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খুচরা নগদান বই সাধারণত—

ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার

গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

২. বহুঘরা খুচরা নগদান বই কয়টি পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়?

ক. একটি খ. দুইটি

গ. তিনটি ঘ. চারটি

৩. খুচরা নগদান বই সব সময় প্রকাশ করে—

ক. ডেবিট উদ্বৃত্ত খ. ক্রেডিট উদ্বৃত্ত

গ. নিট মুনাফা ঘ. ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় উদ্বৃত্ত

৪. খুচরা নগদান বইয়ে ডেবিট দিকে কি লিখা হয়?

ক. নগদ ও চেক প্রাপ্তি খ. সকল নগদ পরিশোধ

গ. সকল খুচরা খরচ ঘ. সকল বকেয়া আয়

৫. খুচরা নগদান বইয়ে ক্রেডিট দিকে কি লিখা হয়?

ক. খুচরা খরচসমূহ খ. সকল খরচসমূহ

গ. সকল আয়সমূহ ঘ. খরচ ও আয়সমূহ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন:

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

২০১৪ সালের মে মাসে জনাব আফিকের নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো সংঘটিত হয়েছে।

মে-১ নগদ উদ্ধৃত্তের পরিমান ৮,০০০ টাকা।
মে-৫ আফজালের নিকট হতে নগদে ক্রয় ৪,৫০০ টাকা।
মে-১০ নগদে পণ্য বিক্রয় ৬,০০০ টাকা।
মে-১৫ আসবাবপত্র ক্রয় ৪,০০০ টাকা।
মে-১৮ আবেদকে পরিশোধ ৩,০০০ টাকা।
মে-২০ বেতন পরিশোধ করা হল ২,০০০ টাকা।
মে-২৫ ভাড়া পাওয়া গেল ৩,৫০০ টাকা।
মে-৩০ আসবাবপত্রের উপর অবচয় ধরা হল ৫০০ টাকা।

ক. নগদান বইতে অন্তর্ভূক্ত হবে না, এইরূপ লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দেখান।
খ. লেদেনগুলো হতে নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করুণ।
গ. লেনদেনসমুহের ভিত্তিতে একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

সুমি এন্টারপ্রাইজের নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে সংঘটিত হয়েছে।

২০১৪
নভেম্বর-১ নগদ উদ্ধৃত্ত ১০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার উদ্ধৃত্ত ৫,০০০ টাকা।
,, ৫ লিমন ট্রেডার্সের নিকট পণ্য বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি ৮,০০০ টাকা।
,, ১০ অফিসের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন ৬,০০০ টাকা।
,, ১৫ সুমনের নিকট পাওনা ৬,২০০ টাকার পূর্ণ নিস্পত্তিতে ৬,০০০ টাকা পাওয়া গেল।
,, ২০ কায়েস এন্ড ব্রাদার্স এর নিকট হতে নগদে ক্রয় ৪,০০০ টাকা।
,, ২৫ পাওনাদারকে পরিশোধ ৪,৫০০ টাকা এবং বাট্টা প্রাপ্তি ৩০০ টাকা।
,, ২৮ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ২০০ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ১০০ টাকা।

ক. কোন তারিখের লেনদেনটি কন্ট্রা হবে এবং কেন?
খ. ১৫ ও ২০ তারিখের লেনদেন বাদে অবশিষ্ট লেনদেনগুলোর ভিত্তিতে একটি দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত করুণ।
গ. উপরের লেনদেনের ভিত্তিতে একটি তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

সারা লিঃ-এর নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংঘঠিত হয়েছে :

২০১৪
সেপ্টেম্বর-১ সোহাগের নিকট নগদে বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।
,, ৫ মর্জিনার নিকট হতে ৬,০০০ টাকা প্রাপ্তি এবং বাট্টা প্রদান ২০০ টাকা।
,, ১১ অফিসের জন্য মাপার যন্ত্র ক্রয় ১,০০০ টাকা।
,, ১৬ পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয় ৫,০০০ টাকা।
,, ১৮ পাওনাদারকে পরিশোধ ৩,০০০ টাকা এবং বিক্রয় ৫,০০০ টাকা।
,, ২১ জিনানকে তার পাওনা ৪,০০০ টাকার পূর্ণ নিস্পত্তিতে ৩,৮০০ টাকা প্রদান করা হল।
,, ২৫ ভাড়া পরিশোধ করা হল ৩,০০০ টাকা।
,, ২৬ ঋণ গ্রহণ ৮,০০০ টাকা।
,, ২৮ ব্যক্তিগত প্রয়োজন উত্তোলন ৩,০০০ টাকা।

ক. প্রাপ্ত বাট্টা ও প্রদত্ত বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

খ. লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত করুণ।

গ. লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে নগদ প্রদান জাবেদা তৈরি করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪

জবা এন্ড কোং-এর নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ জানুয়ারি মাসে সংগঠিত হয়েছে।

২০১৪

জানু- ১ হাতে নগদ ১,৬০০ টাকা এবং ব্যাংক জমা ২৪,৭০০ টাকা।

" ৩ ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হলো ৫,০০০ টাকা।

" ৫ বিপুলের নিকট থেকে ৩,৮৮০ টাকার চেক পাওয়া গেল এবং ১২০ টাকা বাট্টা মঞ্জুর করা হলো।

" ৬ বিপুলের চেকখানা ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।

" ১২ আলনা ও টেবিল চেকে ক্রয় ৩,০০০ টাকা।

" ১৫ ধারে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা।

" ২০ জামালের পাওনা ৪,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৩,৮০০ টাকা প্রদান করা হলো।

" ২৫ পণ্য বিক্রয়বাবদ চেক প্রাপ্তি ৫,০০০ টাকা।

" ৩০ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ৮০০ টাকা।

" ৩১ জিয়ার নিকট হতে পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা।

ক. নগদান বইতে অন্তর্ভূক্ত হবে না, এইরূপ লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দেখান।

খ. প্রাপ্ত বাট্টা ও প্রদত্ত বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

গ. লেনদেন সমূহের ভিত্তিতে তিনঘরা নগদান বই তৈরি করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৫

নিচে লিখিত লেনদেনগুলো রাসেল ব্রাদার্স-এর বই থেকে নেওয়া হয়েছেঃ

২০১৪

জানু- ১ নগদ তহবিল ১৫,০০০ টাকা ও ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৬,০০০ টাকা।

" ৮ নগদ বিক্রয় ৫০,০০০ টাকা।

" ১৩ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ৪০,০০০ টাকা।

" ১৫ পণ্য বিক্রয় নগদে ৫,০০০ টাকা ও চেকে ১০,০০০ টাকা।

" ২০ একজন দেনাদার সরাসরি ব্যাংকে জমা দিল ৭,০০০ টাকা, তাকে বাট্টা মঞ্জুর করা হলো ২০০ টাকা; এবং পাওনাদারকে চেকে প্রদান ৪,০০০ টাকা, বাট্টা পাওয়া গেল ২৫০ টাকা।

" ২৪ ব্যাংক থেকে উত্তোলন ১৫,০০০ টাকা।

" ২৭ কারবার থেকে নগদ উত্তোলন ২,০০০ টাকা।

" ২৯ বেতন প্রদান চেক মারফত ৪,০০০ টাকা।

" ৩১ ১৫ তারিখের চেকটি ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।

ক. কন্ট্রা এন্ট্রিগুলোর জাবেদা দাখিলা দিন।

খ. প্রাপ্ত বাট্টা ও প্রদত্ত বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

গ. ২০ তারিখের লেনদেনটি বাদে বাকি লেনদেনগুলোর ভিত্তিতে একটি দুইঘরা নগদান বই তৈরি করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৬

মেসার্স দূর্গাপুর এন্ড কোং-এর বই থেকে নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো নেওয়া হয়েছে।

২০১৪

মার্চ- ১ নগদ তহবিল ৬,৫০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ২৫,০০০ টাকা।

" ৫ শায়লা এন্ড কোং-এর নিকট হতে চেক প্রাপ্তি ৪,৯০০ টাকা এবং বাট্টা মঞ্জুর করা হলো ৫০ টাকা।

" ১৫ কারবারী খরচ বাবদ নগদ প্রদান ১,০০০ টাকা।

" ২০ মিনহাজ এন্ড সন্সকে চেক মারফত প্রদান ৫,০০০ টাকা।

" ২৫ আঁখি এন্ড কোং-এর ১,০০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৯৭০ টাকার একখানি চেক প্রাপ্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

" ২০ জিয়া এন্ড সন্স-এর নিকট পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা।

" ২০ রাসেলের নিকট হতে পণ্য ক্রয় ১২,০০০ টাকা।

" ২৮ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ৫,০০০ টাকা।

" ৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ২০০ টাকা।

ক. নগদান বইতে অন্তর্ভূক্ত হবে না, এইরূপ লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দেখান।

খ. প্রাপ্ত বাট্টা ও প্রদত্ত বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

গ. ৫ ও ২৫ তারিখের লেনদেনগুলো বাদে বাকি লেনদেনগুলোর ভিত্তিতে একটি দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৭

মেসার্স জয়পুরহাট এন্ড কোং-এর বই থেকে নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো নেওয়া হয়েছে।

২০১৪

জুন- ১ হাতে নগদ ৩,৫০০ টাকা এবং ব্যাংক জমা ৬,০০০ টাকা।

" ৩ ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হলো ১,৫০০ টাকা।

" ৫ নগদ বিক্রয় ৬,০০০ টাকা এবং পণ্য ক্রয় ৩,০০০ টাকা।

" ১২ রহমানের নিকট হতে ৬০০ টাকা চেক পেয়ে সাথে সাথে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

" ১৭ ব্যাংক কর্তৃক ৫০০ টাকার প্রদেয় বিল পরিশোধ এবং ৮০০ টাকার প্রাপ্য বিল আদায় হলো।

" ২৫ বেতন প্রদান নগদে ৬০০ টাকা এবং চেকে ৯০০ টাকা।

" ২৮ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ৫০০ টাকা।

" ৩০ ভাড়া বাবদ ৫০০ টাকা এবং বিজ্ঞাপন বাবদ ২০০ টাকা নগদ প্রদান।

ক. কন্ট্রা এন্ট্রিগুলোর জাবেদা দাখিলা দেখান।

খ. নগদ প্রদান জাবেদা তৈরি করুণ।

গ. লেনদেনগুলোর ভিত্তিতে একটি দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত করুণ।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৯.১ : ১. ঘ ২. গ ৩. ঘ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৯.২ : ১. ক ২. খ ৩. খ ৪. গ ৫. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৯.৩ : ১. গ ২. ঘ ৩. ক ৪. গ ৫. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৯.৪ : ১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৯.৫ : ১. গ ২. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৯.৬ : ১. খ ২. খ ৩. ক ৪.ক ৫. ক